মানবাধিকার চেতনা

চতুর্থ বর্ষ ■ দ্বিতীয় সংখ্যা ■ জুলাই ২০০০

মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সনদের বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত—একটি প্রতিবেদন

গত ২৪শে মার্চ, ২০০০ মধ্যপ্রদেশ মানবাধিকার কমিশনের ভূপালস্থিত কন্‌ফারেন্স হলে ভারতের রাজ্য মানবাধিকার কমিশন সমূহের চেয়ারপার্সনদের মধ্যে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, পঃ বঃ মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন বিচারপতি শ্রী মুকুল গোপাল মুখার্জী, অসম রাজ্য কমিশনের চেয়ার পার্সন বিচারপতি শ্রী এস. এন. ভার্গব, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য কমিশনের চেয়ারপার্সন বিচারপতি শ্রী জি. এ. কুচাই এবং মধ্যপ্রদেশ মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন বিচারপতি শ্রী গুলাব গুপ্তা, হিমাচল প্রদেশ মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন বিচারপতি শ্রী ওমপ্রকাশ ভার্মা। এছাড়াও হিমাচল প্রদেশ রাজ্য কমিশনের সচিব শ্রী এ. আর. বসু, মধ্যপ্রদেশ রাজ্য কমিশনের সদস্য বিচারপতি শ্রী আর. ডি. শুক্লা, শ্রী জে. এন: সাক্‌সেনা, শ্রীমতী এইচ কাউর প্রমুখ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে নিম্নলিখিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

জাতীয় ও রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের মধ্যে সমন্বয় সাধন ঃ

দেশের জনসাধারণের মানবাধিকার রক্ষার উন্নয়নের জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং রাজ্য মানবাধিকার কমিশন সমূহের সমন্বয় সাধন পূর্বক একত্রে কাজ করা উচিত। এই উদ্দেশ্যে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন—

১. মানবাধিকার কমিশন আছে এরূপ কোন রাজ্যের মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা যদি জাতীয় কমিশন তদন্ত করে তবে তা রাজ্য কমিশনকে অতিসত্ত্বর অবহিত করা উচিত। এর ফলে সমান্তরাল তদন্তের সম্ভাবনা এবং অপ্রয়োজনীয় ও অবাঞ্ছিত কাজের বোঝা লাঘব হবে।

২. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, যে ক্ষেত্রে মানবাধিকার কমিশন রয়েছে এই রকম রাজ্যে যদি কোনরূপ মানবাধিকার সংক্রান্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, সেক্ষেত্রে উক্ত রাজ্য কমিশনকেও সেই অনুষ্ঠানের অন্যতম আয়োজক হিসেবে গণ্য করা উচিত।

৩. রাজ্য কমিশন সমূহের চেয়ারপার্সনগণ এবং জাতীয় কমিশনের চেয়ারপার্সন অন্ততঃ বছরে দু'বার একত্রিত হয়ে উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করবেন এবং তার পর্যালোচনা করবেন। এই উপলক্ষ্যে আগামী ৩১শে জুলাই ২০০০ -এর পূর্ববর্তী কোন একটি দিন ধার্য্য করার জন্য জাতীয় কমিশনের চেয়ারপার্সনকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

মানবাধিকার কমিশনের স্বশাসনের বিষয় ঃ এই বিষয়ে সকলেই একমত যে, ১৯৯৩ সালের মানবাধিকার সুরক্ষা আইন বলে গঠিত মানবাধিকার কমিশন তার নিজস্ব আইনী পরিকাঠামোয় একটি স্বশাসিত স্বাধীন সংস্থা। অর্থনৈতিক স্বায়ত্বশাসনের বিষয়টি ভবিষ্যতের সম্মেলনে আরো আলোচনার মাধ্যমে স্থিরীকৃত হবে।

বিচার-সংক্রান্ত বিষয় ঃ জাতীয় কমিশনের চেয়ারপার্সন বিচারপতি শ্রী জে. এস. ভার্মার বক্তব্য স্মরণ করে বলা যায়, সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৯৩-এর মানবাধিকার রক্ষা আইনের ২(ডি) ধারায় মানবাধিকারের যে সংজ্ঞা দেওয়া আছে তাকে আরো ব্যাপক এবং উদার করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এই বিষয়ে সর্বসম্মত মত হল জনস্বাস্থ্য, পানীয়জল, পরিবেশ প্রভৃতি বিষয়গুলি মানবাধিকার কমিশনের এক্তিয়ারভুক্ত করা। কেবলমাত্র পুলিশ এবং জেল এই দুই বিষয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগের মধ্যে রাজ্য কমিশন সমূহ যাতে আবদ্ধ না থাকে সেটা দেখা প্রয়োজন

মানবাধিকার লংঘনের শীর্ষে উত্তরপ্রদেশ

মানবাধিকার লংঘনের ঘটনায় দেশের সমস্ত রাজ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান দখল করেছে উত্তরপ্রদেশ। ঐ রাজ্যে প্রতিদিন গড়ে ৭৩টি মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা ঘটে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ১৯৯৯-২০০০ সালে উত্তরপ্রদেশে মানবাধিকার লংঘনের ঘটনার সংখ্যা ২৬,৮২৯। যা কিনা গোটা দেশে এ ধরণের ঘটনার ৬০ শতাংশ। সারা দেশে মানবাধিকার লংঘনের মোট ৪৭,৮১৯টি ঘটনা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বিবেচনাধীন। ঐ তালিকায় প্রথম উত্তরপ্রদেশ। সেখানে এধরনের ঘটনার সংখ্যা ২৬,৮২৯ টি। এরপরেই আছে বিহার ও দিল্লী। দেখা যাচ্ছে মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা সবচেয়ে কম ঘটে কেরালা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে।

মানবাধিকার এবং স্বাস্থ্য বিষয়ে জাতীয় কর্মশালা

অকালে শিশু মৃত্যু, প্রসূতির মৃত্যু বা রুগ্নতা এবং গর্ভাবস্থায় রক্তহীনতা প্রভৃতি বিষয়গুলি কোন জাতির অগ্রগতির পথে একটি বিরাট অন্তরায়। এই ব্যাপারটি অনুধাবন করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, ইউনিসেফ এবং নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের সহযোগিতায় একটি দুইদিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করেছিল। গত ২৬শে এপ্রিল, ২০০০ এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন বিচারপতি শ্রী জে. এস. ভার্মা। কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী শ্রী অরুণ জেটলি, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী এন. টি. সম্মুগম, কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী সুমিত্রা মহাজন ছাড়াও এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী, আইন বিশেষজ্ঞ ও উচ্চপদস্থ সরকারী আধিকারিকবৃন্দ। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে প্রধান বক্তা বিচারপতি শ্রী ভার্মা বলেন একটি সঠিক স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করা এবং তাকে দৃঢ়তার সাথে ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য ইতিবাচক ভূমিকা নেওয়ার সময় এসেছে। প্রসূতি মায়েদের রক্তাল্পতা রোধ করার বিষয়টিকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কেন গুরুত্ব দিয়েছে তার ব্যাখ্যা করে বিচারপতি শ্রী ভার্মা বলেন স্বাস্থ্য হল তাৎপর্যপূর্ণ মানবাধিকার। ভারতীয় সংবিধানের ২১ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত 'জীবনের অধিকার' মানে হল মর্যাদার সঙ্গে বাঁচার অধিকার। এই অধিকার মানুষের মর্যাদার প্রতিটি ক্ষেত্রকে করে তুলেছে অলংঘনীয় একএকটি মানবিক অধিকার। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের মতে স্বাধীনতার অন্তরায় যা আমাদের সমাজের ক্ষতি করে তা হল নিরক্ষরতা, অপুষ্টি এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার অভাব। এই বিষয়টি উল্লেখ করে চেয়ারপার্সন আরো বলেন উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নত সমাজ ব্যবস্থার জন্য অতি আবশ্যক। এই ক্ষেত্রে বর্তমানে ঘাটতি থাকায় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং বলেন সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রের মানুষকে এই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে। এই ব্যাপারে কমিশনের ভূমিকা হল সমস্ত নীতি প্রণয়নকারী, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এবং রূপায়ণকারীদের একত্রিত করার। সুস্বাস্থ্যের অধিকার সংবিধানেই নিহিত এবং প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য হল তা সুনিশ্চিত করা। আরো সচেতনতা জাগানোর অভিপ্রায়ে প্রচার মাধ্যমকে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানান। নির্বিঘ্ন মাতৃত্ব এবং স্বাস্থ্যবান শিশুই দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারবে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।